মাসিক অধিকার বার্তা

৫৩ তম সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ ১৪২২, এপ্রিল -২০১৬ইং পঞ্চম বর্ষ,

কাজের গুনগত মান বজায় রাখতে পিআইসির উদ্যোগ

লালমোহন উপজেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন। গত ২৮ এপ্রিল ২০১৬ ইং তারিখ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এলজিএসপি কর্মসুচি থেকে বাস্তবায়িত লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের হাজী মোস্তফা কামাল সড়কের পোনে ১কি:মি: রাস্তাটির চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। কাজের গুনগত মান বজায় রাখা সহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যরা উক্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ২নং ওয়ার্ডের এই সড়কটি দিয়ে গুচ্ছগ্রাম সহ অন্যান্য এলাকার শত শত মানুষ প্রতি দিন লর্ড হার্ডিঞ্জ বাজার ও জিএমবাজার দিয়ে নিয়মিত যাতায়ত করে।নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেরাও উক্ত রাস্তাটি ব্যবহার করে বেড়ির দিকে যাওয়ার সহজ পথ হিসেবে।চাষি জমি আর রাস্তার উচ্চতা একই সমান,প্রায় স্থানেই ভাঙ্গা এবং প্রধান সড়ক থেকে এত নিচে যে কোন প্রকার যানবাহন চলাচল করা প্রায়ই অসম্ভব। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে রাস্তার উপর দিয়েই পানির স্রোত প্রবাহমান থাকে ফলে স্কুলগামী শিশু সহ অত্র এলাকার সকলের পথ চলাচলে দারুন কষ্ট হয়।একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তাটি পথ চলাচলের জন্য একবারেই অনুপযোগি হয়ে পড়ে।অত্র এলাকার জানাসাধারনের সাথে আলোচনা কালে জানা যায় প্রায় ২০ থেকে ২৫ বছর যাবত রাস্তাটি একই দশা ইউনিয়ন পরিষদকে জানালেও কোন গুরুত্বই দেয়নি। গত বছর অনুষ্ঠিত জিএম বাজারের ওয়ার্ড সভায় ২নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ রাস্তাটি মেরামতের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে জোড়ালো দাবি জানালে ইউপি চেয়ারম্যান পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত রাস্তাটি এই অর্থ বছরে বাস্তবায়নের তালিকাভুক্ত করে। এলাকার সাধারন মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে ইউনিয়ন পরিষদ এলজিএসপি কর্মসূচি থেকে উক্ত রাস্তাটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন করে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে কাজের গুনগতমান বজায় রাখতে মোট ৫সদস্য বিশিষ্ট পিআইসি গঠন করা হয়।ইউনিয়ন জনসংগঠন এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন জনসংগঠনের সদস্য রীতিকা রানীকে উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করে।গত ২৬শে এপ্রিল ৫ সদস্য বিশিষ্ট পিআইসি কমিটির সভা সভাপতি বাসেত হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে প্রকল্পটির বিস্তারিত বিষয়গুলো আলোচনা হয়।প্রকল্পের মোট খরচ ১,৫০,০০০ টাকা রাস্তাটি ৫ফুট উচ্চতার ও ১০ ফুট প্রস্থের হবে এবং কাজের আগে ড্রেসিং করে নিতে হবে অবশ্যই জনগনের জ্ঞাতার্থে সাইনবোর্ডের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য প্রদর্শন করতে হবে।উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় কাজটি চলাকালিন সময়ে পিআইসি নিয়মিত কাজের তদারকি করবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৮শে এপ্রিল সভাপতি বাসেত হোসেনের নেতৃত্বে রীতিকা রানী,সালাউদ্দিন আহমেদও বাবু ফনি রঞ্জন উক্ত কাজ পরিদর্শন করেন।পরিদর্শন কালিন সময়ে তারা লক্ষ করে রাস্তার বেশ কিছু স্থানে ৫ ফুট উচ্চতার মাটি ফেলার কথা থাকলেও তারা তা করছে না এবং ১০ ফুট প্রস্থে মাটি ফেলার কথা থাকলেও তা মনা হচ্ছেনা। এবং গুরুতর বিষয় কাজের সাইনবোর্ড নেই বিষয়টি ইউপি চেয়ারম্যানকে অবহিত করলে তিনি লেবার সর্দারকে ফোন করে গুনগত মান বজায় রেখে কাজ করার কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সাইনবোর্ড স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।কমিটির অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত স্থানগুলোতে সাথে সাথে আবারও মাটি ফেলা হয় এবং সাইনবোর্ড সাথাপন করা হয়।পিআইসি কমিটির এ ধরনের তৎপরতা দেখে উপস্থিত অনেকেই বিষ্মিত হয় কেননা এধরনের তৎপড়তা আগে কখনো দেখা যায়নি।এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পিআইসির সদস্য সালাউদ্দিন বলেন পিআইসি কমিটিগুলো যদি এভাবে দায়িত্বশীল করা যায় অবশ্যই কাজের গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে।আমরা নিয়মিত কাজটি পরিদর্শন করবো ।রীতিকা রানী বলেন এই পিআইসি গঠন করতে ইউনিয়ন জনসংগঠন ইউনিয়ন পরিষদকে দারুনভাবে উৎসাহিত করেছে।আমি জনসংগঠনেরসদস্য হিসেবে পিআইসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি এবং চেষ্টা করছি যথাযথ ভাবে আমার দায়িত্ব পালন করতে।পিআইসি সাধারনত থাকে কাগজে কলমে মিটিং রেজুলেশন এগুলোও ঘরে বসেই লেখা হয় কিন্ত বাস্তবে কখনো তারা দায়িত্ব পালন করেছে কিনা সন্দেহ আছে।আমরা অনেকগুলো সমস্যা চিহ্নিত করেছি এগুলো সমাধানের জন্য চেয়ারম্যানকে অবহিত করেছি এবং সাথে সাথেই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়েছে অথচ কমিটি তৎপর না হলে সমস্যাগুলো থেকেই যেতো।ইউনিয়ন জনসংগঠনের সা: সম্পাদক রিক্তা রানী বলেন আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রতিটি পিআইসিকে এভাবেই কার্যকরি করে তুলতে কেননা পিআইসি কার্যকর করা গেলেই কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

পিআইসির উদ্যোগে রাস্তার সাইনবোর্ড স্থাপন

পিআইসির মাটির রাস্তার কার্যক্রম পরিদর্শন

জনসংগঠনের উদ্যোগে বয়স্ক ভাতা পেল জরিনা বেগম

জড়িনা বেগমের বয়স ৬৬ বছর, স্বামী অজিউল্যাহ,তজুমদ্দিন উপজেলার ০৩নং চাদপুর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের নুর আলম মাঝি বাড়ির বাসিন্দা।নদী ভাঙ্গানের ফলে সহায় সম্বলহীন জড়িনা বেগম অন্যের জমিতে ঘর করে কোন মতে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।স্বামী বৃদ্ধ কোন আয় রোজগার নেই দুই ছেলে দুনজনই চট্টগ্রাম থাকে মাঝে মাঝে আসে তেমন কোন খোজ খবরও রাখেনা।অভাব অনটনে কোন রকম দিন পার করছেন। আজঅবধি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কোন প্রকার সরকারি সুযোগ সুবিধা তাদের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌছায়নি।চাদপুর ইউনিয়ন জনসংগঠনের নেত্রী রাবেয়া বেগম তাদের এহেন দুর অবস্থার কথা জানতে পেরে ইউনিয়ন জনসংগঠনের নেত্রীবৃন্দের সাথে আলোচনা করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করেন এবং তার জন্য একটি বয়স্কভাতার সুপারিশ করেন।ইউপি চেয়ারম্যান তাকে পরবতীতে বিবেচনা করা হবে বলে জনান।রাবেয়া বেগম তজুমদ্দিন উপজেলা জনসংগঠনের একজন সক্রিয় নেত্রী তাই উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তারা ভবালোভাবেই চিনেন।বিশেষ করে বিভিন্ন সভায় তার সক্রিয় অংশগ্রহন,গুরুত্বপুর্ন মতামত প্রদান ও হত দরিদ্রদের দাবি আদায়ে অগ্রনী ভুমিকা পালনকারী হিসেবে তার গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে।তাই রাবেয়া বেগম জনসংগঠনের সদস্য ইয়ানুর বেগমকে

জড়িনা বেগমের বয়স্ক ভাতার কার্ড দিচ্ছেন রাবেয়া

সাথে নিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব অহিদুল্ল্যাহ জসিম এর সাথে দেখা কওে বিষয়টি অবহিত করেন এবং জড়িনা বেগম এর সার্বিক বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ করেন।এরপরও তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে একাধিকবার সাক্ষাৎকরে বিষয়টি বিবেচনার কথা মনে করিয়ে দেন।বয়স্কভাতা পায় এমন একজন সুবিধাভোগীর হঠাৎ মৃত্যুর কারনে একটি কার্ড অন্যেও নামে প্রতিস্থাপনের সুযোগ আসে। আন্তীয়করনের মাধ্যমে প্রভাবশালী মহলের অনেকেই কার্ডটি বেহাত করতে চাইলেও রাবেয়া বেগমের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে কার্ডটি অবশেষে জড়িনা বেগমের নামেই প্রতিস্থাপন করা হয় । অবশেষে গত এপ্রিল মাসের ২০ তারিখে রাবেয়া বেগম জড়িনা বেগমের বাড়িতে গিয়ে তার জন্য বরাদ্দকৃত বয়স্কভাতার কার্ডটি তারই হতে তুলে দিয়ে আসেন বইটির ক্রমিক নং-১১৫২ এবং জড়িনা বেগমের ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার ৯০৪৩ তিনি এখন থেকে প্রতি মাসে ৪০০টাকা করে পাবেন।

বয়স্কভাতা কার্ড পাওয়ার পর জরিনা বেগম

জড়িনা বেগম তার অনুভুতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন বয়স হয়েছে, অন্যের জায়গায় বাস করি স্বামীর আয় নেই রোজগার নেই, অসহায় জীবন যাপন করছি কই কেউতো কখনো সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি।পড়া লেখাও জানিনা কোথা থেকে কি আসে না আসে তাও জানি না আর জানলেও এত দৌড়াদৌড়ি করা সামর্থও আমাদের নেই।আর আমাদের কথা কেই বা শুনে। অথচ জনসংগঠনের সদস্যরা আমার জন্য কত কষ্টই না করলো।রাবেয়া বেগম বলেন চারিদিকে অনিয়মের ছড়াছড়ি এই সকল প্রতিটি কার্ড টাকার বিনিময়ে ও বিক্রি হয় অথবা আন্তীয় করনের মাধ্যমে দেয়া হয় গরীবের জিনিষ গরীব পায়না আমরা অনিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করছি এবং ভবিষ্যতেও করে যাবো।

সংলাপের পর পরিবার পরিকল্পনা সেবার মানবৃদ্ধি।

গত ২৯ মার্চ ২০১৬ ইং জেলা জনসংগঠন,ভোলা এর আয়োজনে জেলা মুসলিম ইনিস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরীর হলরুমে "ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সেবার চাহিদা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় সাধন" শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন- জনাব মাহামুদুল হক আযাদ উপ পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা ভোলা।সংলাপের মধ্য দিয়ে তৃনমুলে পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকার সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।তার মধ্যে অন্যতম একটি সিদ্ধন্ত ছিলো তৃনমুলের সাধারন মানুষকে পরিবার পরিকল্পনা সেবার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে উঠোন বৈঠকগুলো নিয়মিত করা এবং সেখানে পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিতে জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ করা। কার্যত এই ধরনের উঠোন বৈঠকগুলো নিয়মিত করার কথা থাকলেও বাস্তবে করা হয়না। ফলে জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ জেলা সংলাপে তা অভিযোগ আকারে উপস্থাপন করেন।তারই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারীদের সাথে ইউনিয়ন জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দদের যোগাযোগ এবং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির উদ্যেগের ফলশ্রুতিতে উঠোন বৈঠকগুলোর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের উঠোন বৈঠকগুলো চালু করা হয়েছে সেখানে ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও সহকারীরা উপস্থিত অংশগ্রহন কারীদের বিভিন্ন জন্ম নিরোধক পদ্ধতি সহ সচেতনতা মুলক প্রচারনা চালাচ্ছেন।অন্যান্য স্থানের মতো গত ১০/০৪/২০১৬ইং তারিখ দৌলতখান উপজেলার চরখলিফা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের গোলদার বাড়ির উঠোনে একটি উঠোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক মো: অলিউল্ল্যাহ ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারী হাসনাহেনা উপস্থিত অংশগ্রহনকারীদের বিভিন্ন জন্ম নিরোধক পদ্ধতি,পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনের উপকারিতা গ্রহন না করার ফলে শারীরিক,আর্থিক ক্ষতি সহ নানাবিধ বিষয়াদি উপস্থাপন করেন।যার ফলে উপস্থিত অনেকেই এখন এই সেবা নিতে আগ্রহী হয়ে উঠে।নাগরিক কমিটির সভাপতি সালমা বেগম বলেন এখন থেকে ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে উঠোন বৈঠকগুলো নিয়মিত আয়োজন করা হবে আগে অনেকবার বলার পরও তারা তেমন আগ্রহ দেখায়নি জেলা সংলাপের পর তারা নিয়মিত উঠোন বৈঠকগুলো করছে জনগন সচেতন হচ্ছে তারা সেবা গ্রহনে আগ্রহ দেখাচ্ছে। নাগরিক কমিটির সা: সম্পাদক মো: সফি বলেন অনেক ধরনের কুসংস্কারের কারনে মানুষ পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিতে চায়না তাদের এই ভুল ভাঙ্গাতে এই ধরনের উঠোন বৈঠকের কোন বিকল্প নেই।

পরিবার পরিকল্পনা সেবার প্রতি উদ্বুদ্ধকরন করতে উঠোন বৈঠক

ওয়ার্ড উন্নয়ন পরিকল্পনায় নাগরিক কমিটি ভুমিকা।

সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় উপকারভোগীদের তালিকা ও অবকাঠামোগত,নন-অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে ভোলা জেলায় কোস্ট-দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতাধীন ১২টি ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড উন্নয়ন পরিকল্পনা সভার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান,মেম্বার, সচিব এবং ওয়ার্ডের সাধারন জনগনের উপস্থিতিতে উক্ত ওয়ার্ড সভাগুলো ওয়ার্ডের জনগুরুত্বপুর্ন স্থানে ওয়ার্ড সভাগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে।ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা উক্ত ওয়ার্ড সভাগুলো সফল করে তুলতে ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করছে যেমন-জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্থানে দাওয়াত দেয়া,ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে এফজিডির মাধ্যমে তৃনমুলের চহিদাগুলো লিপিবদ্ধকরা,সামাজিক মানচিত্র অংকনের মাধ্যমে ওয়ার্ডের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা,সেক্টর ভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা,অবকাঠামোগত ও নন অবকাঠামোগত পরিকল্পনার অগ্রাধিকার তৈরিতে ইউপিকে সহযোগিতা করা এবং ওয়ার্ড সভায় তা প্রদর্শনের ব্যাবস্থা করা ইত্যাদি।

স্থানীয়দের সাথে নিয়ে নাগরিক কমিটির সামাজিক মানচিত্র অংকন

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	১০৮
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১২
ইউপির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৫	০৫
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	৩২	৩২
ওয়ার্ড সভা	৬০	৪৮
কর মাইকিং	০৩	০৩

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"
মোঃ আবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৪৩৬
hasan@coastbd.net www.coastbd.net